উদ্ভাবনী উদ্যোগ : (১৩/০৯/২০১৮)

শিরোনাম : নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন

সমস্যার বিবৃতি :

সমস্যা : স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা নারী নির্যাতন, মানব পাচার, পতিতাবৃত্তি ও আত্মহত্যা সহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। অন্যদিকে তাদের সন্তানরা শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ, মাদকাসক্ত ও সন্ত্রাসী হওয়ার ঝুকিতে থাকে/ সুযোগ অনেক বেশী যা একটি অগ্রসমান রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

কারণ : পরিবার ও সমাজে অবহেলিত স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত অসহায় মহিলারা স্বামীর বাড়ি থেকে শিশু সন্তান সহ বিতাড়িত হয়ে বৃদ্ধ বাবা/ ভাইদের বাড়িতে আশ্রয় পায় না। সন্তান সহ তারা ভাসমান অবস্থায় থাকে। অনেকে আশ্রয় পেলেও শিশু সন্তানসহ মানবেতর জীবন যাপন করে। যার প্রভাব পড়ে সন্তানদের বেড়ে উঠার উপর। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে তারা হয় বঞ্চিত। মহিলাদের নিজস্ব তেমন কোন আয় রোজগার থাকে না। সমাজ তাদেরকে দোষি স্বাবস্ত করে। সমাজে তাদের কোন মর্যাদা বা সম্মান থাকে না।

সমাধানের উপায় :

টিম গঠনপুবক কর্ম এলাকা চিহ্নিত করে বিধবা তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ডাটাবেজ তৈরি করা। অসহায় মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান সহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করে দেয়া। এর ফলে তাদের শিশুদের সুশিক্ষা লাভ নিশ্চিত হবে।

পূর্বের প্রসেস ম্যাপ :

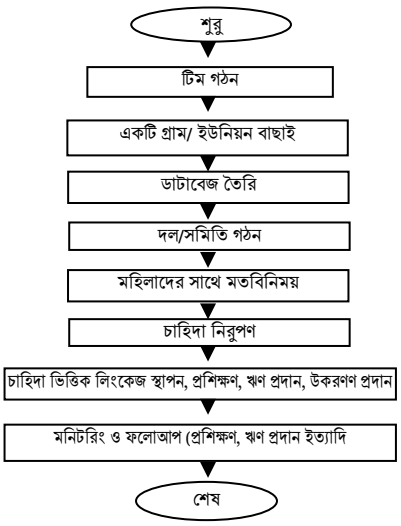

পরবর্তী প্রসেস ম্যাপ

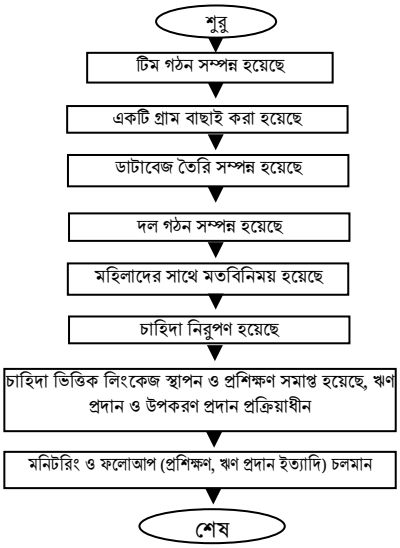

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV) :

আইডিয়া বাস্তবায়নের পর বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যারা সমাজের বোঝা/নিগৃহীত তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবে। মহিলাদেরে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভলশীল করার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃস্টি হবে। তাদের শিশুরাও আর দশজন স্বাভাবিক শিশুর মত স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারবে । দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে তারা হতে পারবে দেশের উন্নয়নের একজন গর্বিত অংশীদার। ইতিমধ্যে সাতজন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

সহযোগিতায় : a2i

বাস্তবায়নকারী : ফাতেমা জহরা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মাগুরা

২১/০৪/১৯

ফাতেমা জহরা
উপ-পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মাগুরা